



843 - ফরেশেতা কারা?

প্রশ্ন

ফরেশেতা কারা? তাদের কর্ম কী কী ও আকৃতি কমন? তাদের সংখ্যা কত, নামগুলো কী কী? তাদেরকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছে? সবচেয়ে বড় ফরেশেতা কে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম রুকন

ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম হচ্ছে ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান; যে রুকনগুলো ছাড়া ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না। যে ব্যক্তি এ ছয়টির কোনটির প্রতি ঈমান আনবে না সে ব্যক্তি মুমিন নয়। সে ছয়টি বিষয় হচ্ছে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, শেষে দিনের প্রতি ঈমান এবং ভালমন্দে তাকদির আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতি ঈমান।

ফরেশেতা কারা?

ফরেশেতার গায়বী (অদৃশ্য) জগতের অন্তর্ভুক্ত; যে জগতকে আমরা দেখতে পাই না। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবের মাধ্যমে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর মাধ্যমে তাদের সম্পর্কিত অনেকে সংবাদ আমাদেরকে জানিয়েছেন। নমিনে তাদের সম্পর্কে সঠিক কিছু তথ্য ও কিছু সাব্যস্ত হাদিস উদ্ধৃত করা হলো। প্রশ্নকারী বোন, আশা করি আপনি এ বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নতি পাবেন, মহান স্রষ্টার বড়ত্বকে জানতে জানতে পাবেন এবং এই মহান ধর্মের মহত্বকে অনুধাবন করতে পাবেন।

ফরেশেতার কীসে সৃষ্টি?

ফরেশেতাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করছেন; যমেনটি আয়শো (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ফরেশেতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্বনিদেরকে ধোঁয়াহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে যেটোর বর্ণনা তোমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে।” [সহিহ মুসলিম]



(২৯৯৬)]

ফরেশেতাদরে কখন সৃষ্টি করা হয়েছে?

তাদেরকে সৃষ্টি করার সুন্দর দৃষ্টি সময় আমাদের জানা নই। যহেতু এ বিষয়ে কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। তবে এটা সুনিশ্চিত য়ে, তাদেরকে সৃষ্টি করা মানুষকে সৃষ্টি করার আগই সম্পন্ন হয়েছে। যহেতু কুরআনরে দলিল হচ্ছ: “যখন আপনার প্রতাপালক ফরেশেতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৩০] অর্থাৎ তিনি তাদের কাছে মানুষ সৃষ্টি করার অভ্যপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে করে প্রমাণিত হয় য়ে, তারা মানুষের পূর্ব থেকে বদ্যমান।

ফরেশেতাদরে সৃষ্টির বিশালত্ব

আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামরে ফরেশেতাদরে সম্পর্কে বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামরে) আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানি হব মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে নরদয় ও কঠোর ফরেশেতারা। তারা আল্লাহ্ নরদশে অমান্য করে না এবং যা করার নরদশে পায় তাই করে।” [সূরা তাহরীম, আয়াত: ৬]

সবচয়ে বড় ফরেশেতা হচ্ছনে জব্রাইল (আঃ)। তাঁর বর্ণনা সম্পর্কে এসছে: আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে য়ে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জব্রাইলকে তার সাক্ষাতে দেখেছনে। তার আছে ছয়শটি ডানা। প্রত্যেক ডানা দগিন্ত জুড়ানো। তার ডানা থেকে য়ে অলংকার, মন-মুক্ত ঝরে পড়ে এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।” [মুসনাদে আহমাদ, ইবনে কাছরি ‘আল-বদায়ী’-তে বলেন: এর সনদ জায়যদি (ভালো)]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জব্রাইল আলাইহিস সালামরে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: “আমি তাকে আসমান থেকে অবতরণ দেখেছি এবং তার বিশাল আকৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করছে।” [সহিহ মুসলিম (১৭৭)]

বিশাকালার ফরেশেতাদরে মধ্যরে রয়েছে আরশ বহনকারীরা। তাদের বশেষ্টয় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে: জাবরি বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি বলেন: “আমাকে আরশ বহনকারী আল্লাহ্ ফরেশেতাগণ সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি দ্যো হয়েছে। তার কানরে লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাতশত বছরে রাস্তা” [সুনানে আবু দাউদ, সুনাহ অধ্যায়, জাহমিয়্যা পরিচ্ছদে]

ফরেশেতাদরে বশেষ্টয়



তাদের ডানা রয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমানসমূহ ও জমনিরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা; যিনি দুই দুই, তিনি তিনি ও চার চার ডানাবিশিষ্ট ফরেশেতাদেরকে বার্তাবাহক করছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন। নশিচয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।” [সূরা ফাতরি, আয়াত: ১]

ফরেশেতাদের সৌন্দর্য

আল্লাহ তাআলা জব্রাইল আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

“তাকে (এটা) শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তিময়, সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা (জব্রাইল)। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন।” [সূরা আন-নাজ্জম, আয়াত: ৫-৬]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: ذُو مِرَّةٍ: ذُو مَنظَرٍ حَسَنٍ (সুন্দর আকৃতির)। কাতাদা বলেন: লম্বা ও সুন্দর আকৃতির।

সমস্ত মানুষের কাছে এটি বিধিবিধি য়ে, ফরেশেতারা সুন্দর। তাই তারা সুশ্রী মানুষকে ফরেশেতাদের সাথে উপমা দিয়ে। যমেনটি সত্যবাদী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে নারীরা বলছেন: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا (অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল ও নিজদের হাত কটে ফেলল এবং তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহামানবতি ফরেশেতা)। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩১]

ফরেশেতাদের আকৃতি ও মর্যাদাগত তারতম্য:

গঠন ও আকারে ফরেশেতারা সকলে একই পর্যায়ে নয়। বরং তারা আকৃতি দিক থেকে বিভিন্ন; যমেনভাবে মর্যাদার দিক থেকেও বিভিন্ন। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন যমেনটি মুআয বনি রফীআ বনি রাফে’ (রাঃ)-এর হাদিসে এসেছে; যে হাদিসটি তিনি তার পতি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন: “জব্রাইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: আপনাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে আপনারা কী হিসেবে গণ্য করেন? তিনি বললেন: সর্বোত্তম মুসলিমি কথিবা অনুরূপ কোন বাক্য। তখন জব্রাইল বললেন: অনুরূপভাবে ফরেশেতাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তারাও” [সহিহ বুখারী (৩৯৯২)]

ফরেশেতারা আহর ও পান করে না:

এটি প্রমাণ করে রহমানের খলিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তার মহেমান ফরেশেতাদের মধ্যে যে সংলাপ হয়েছিল সেটি।



আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারপর ইব্রাহিম তার পরিবারকে কাছে গলে এবং একটি (রান্নাকরা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তারপর সটে মাহেমানদরে সামনে পশে করল, আর বলল: আপনারা খাবেন না? অতঃপর (মাহেমানরা খাচ্ছে না দেখে) সতে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করল। তারা বলল: ভয় করবনে না। এরপর তারা তাকে এক বজ্রিৎ পুত্রসন্তানরে সুসংবাদ দলি।”[সূরা যারিয়াত, আয়াত: ২৮]

অন্য আয়াতে এসছে: “কিন্তু যখন সতে দেখল, তাদের হাত সদেঁকি যাচ্ছে না, তখন তাদেরকে খারাপ (উদ্দেশ্যে আগমনকারী) মনে করল এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। (এটা বুঝতে পরে) তারা বলল, ‘ভয় পাবনে না; আমাদেরকে লূতরে সম্প্রদায়রে কাছে (তাদেরকে শাস্তি দায়ের জন্য) পাঠানো হয়ছে।’”[সূরা হুদ, আয়াত: ৭০]

তনি আরও বলেন: “রাতদনি তারা তাসবহি পড়ে; বরিতি দিয়ে না।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২০]

তনি আরও বলেন: “তাহলে (জনে রাখুন) যারা আপনার প্রভুর সান্নিধ্যে রয়ছে তারা (অর্থাৎ ফরেশেতারা) রাতদনি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে এবং তারা (কখনও) ক্লান্ত হয় না।”[সূরা ফুসসলিত, আয়াত: ৩৮]

ফরেশেতাদের সংখ্যা

ফরেশেতারা অনেকে। তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম আকাশে বদ্যমান বাইতুল মাশুরে বর্ণনা দতি গিয়ে বলেন: “অতঃপর আমাকে বাইতুল মাশুরে দকি উত্তোলন করা হয়। তখন আমি জব্রাইলকে জিজ্ঞেসে করলমা। তিনি বললেন: এটা আল-বাইতুল মাশুর। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফরেশেতারা নামায আদায় করেন। একবার যারা বয়েয়ে যায় তারা আর ফরি আসে না। অপর দল একই আমল করে।”[সহি বুখারী (৩২০৭)]

আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সহে দনি জাহান্নামকে এমতাবস্থায় আনা হবে যে, তার রয়ছে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগামরে সাথে সত্তর হাজার ফরেশেতা; যারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে যাবে।”[সহি মুসলিম (২৮৪২)]

ফরেশেতাদের নামসমূহ

ফরেশেতাদের নাম রয়ছে। কিন্তু আমরা তাদের অল্প কিছু নাম জানি। দললি যে ফরেশেতার নাম উদ্ধৃত হয়ছে সটোর প্রতি নামসহ ঈমান রাখা ওয়াজবি। অন্যথায় কোন ব্যক্তির ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান আনার সামগ্রিকতার মধ্যে তার প্রতি এজমালভাবে ঈমান আনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ফরেশেতাদের নামগুলোর মধ্যে রয়ছে:



১। জব্রাইল ও ২। মিকাইল:

কুরআনে কারীমে এসেছে: “হে কউে আল্লাহ্, তাঁর ফরেশেতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জব্রীল ও মীকালরে শত্রু হব, তবে নশ্চয় আল্লাহ্ কাফরিদেরে শত্রু” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৯৮]

৩। ইসরাফলি:

আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান বনি আউফ (রাঃ) বলনে: আমি উম্মুল মুমনীন আয়শো (রাঃ)-কে জিজ্ঞেসে করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী দিয়ে তার নামায পড়া শুরু করতনে; যখন তিনি রাত্ৰি বেলো নামায পড়তে দাঁড়াতনে। আয়শো বলনে: যখন তিনি রাতরে নামাযে দাঁড়াতনে তখন তিনি তাঁর নামায শুরু করতনে এই বলে:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . [رواه مسلم : 270]

“হে আল্লাহ! জব্রীল, মীকাইল ও ইসরাফীলেরে রব্ব, আসমান ও যমীনরে স্রষ্টি, গায়বে ও প্রকাশ্য সব কছির জ্ঞানী, আপনার বান্দাগণ যসেব বিষয়ে মতভদে লপ্ত আপনহি তার মীমাংসা করে দবিনে। যসেব বিষয়ে মতভদে হয়ছে তন্মধ্যে আপন আপনার অনুমতক্রমে আমাকে যা সত্য সদেরে পরচালতি করুন। নশ্চয় আপন যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করনে।” [সহহি মুসলমি (২৭০)]

৪। মালকি:

ইনি হচ্ছনে জাহান্নামরে রক্ষী। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তারা চৎকার করে বলবে, হে মালকি, তওমার রব যনে আমাদরেকে নঃশেষে করে দনে...” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৭]

৫। মুনকার ও ৬। নাকীর:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মৃত লোককে বা তওমাদরে কাউকে যখন কবররে মধ্যে রাখা হয় তখন তার নকিট কালো বর্ণরে ও নীল চোখবশিষ্টি দুইজন ফরেশেতা আসনে। তাদরে মধ্যে একজনকে মুনকার ও অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করনে: তুমি এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কী বলতে? মৃত ব্যক্তিটি (যদি মুমনি হয় তাহলে) পূর্বে যা বলত তাই বলবে: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য সত্য নয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা উভয়ে বলনে: আমরা জানতাম তুমি এ কথাই বলবে। তারপর সবে ব্যক্তির কবর দরৈঘ্য-প্রস্থে সত্ৰ হাত করে প্রশস্ত করা দয়ো হবে এবং করবে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা



করা হবে। তারপর সবে লোককে বলা হবে: তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সবে বলবে: আমার পরবিার-পরজিনকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তাদের নিকট ফিরে যেতে চাই। তারা উভয়ে বলবেন: বাসর ঘররে বররে মত তুমি ঘুমাও, যাকে তার পরবিাররে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কটে জাগায় না। অবশেষে আল্লাহ তা আলা কয়ামতরে দনি তাকে তার বহিনা হতে জাগিয়ে তুলবেন। আর মৃত লোকটি যদি মুনাফকি হয় তাহলে (প্রশ্নরে উত্তরে) বলবে: তার সম্পর্কে লোকদেরকে যা বলতে শুনছে আমিও তাই বলতাম; আমি কিছু জানি না। তখন ফরেশেতাদবয় বলবেন: আমরা জানতাম, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর জমিনকে বলা হবে, একে চাপ দাও। সবে লোককে জমনি এমনভাবে চাপ দবি যে, তার পাঁজররে হাড়গুলো একটা অপরটির মধ্যে ঢুকতে যাবে। (কয়ামতরে দনি) আল্লাহ তাকে তার এ বহিনা হতে উঠানো পর্যন্ত সবে লোক এভাবেই আযাব পতে থাকবে। [সুনানে তরিমযি (১০৭১), আবু ঈসা বলেন: হাদিসটি হাসান, গরীব এবং হাদিসটিকে ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭২৪) হাসান বলা হয়েছে]

৭। হাবুত ও ৮। মারুত:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং ব্যবলিনে দুই ফরেশেতার প্রতি যা নাযলি করা হয়েছিল। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০২]

এরা ছাড়াও আরও অনেকে ফরেশেতারা রয়ছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আপনার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। এটা (জাহান্নামরে এই বর্ণনা) বস্তুত মানুষরে জন্য এক সতর্কবাণী। [সূরা মুদাছছরি, আয়াত: ৩১]

ফরেশেতাদের ক্ষমতা

আল্লাহ তাআলা ফরেশেতাদেরকে বপিল ক্ষমতা দান করছেন; এর মধ্যে রয়েছে:

ভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা:

আল্লাহ ফরেশেতাদেরকে তাদের আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মারযিয়াম আলাইহিস সালামরে কাছে জব্রাইল আলাইহিস সালামকে মানুষরে আকৃতিতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন: “তখন আমি তার কাছে আমার রূহ (ফরেশেতা জব্রাইল)-কে প্রেরণ করলাম। সবে তার সামনে এক সুঠাম মানুষরে আকারে আত্মপ্রকাশ করল। [সূরা মারযিয়াম, আয়াত: ১৭]

ইব্রাহিম আলাইহিস সালামরে কাছেও ফরেশেতারা মানুষরে আকৃতিতে এসছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, তারা ফরেশেতা। অবশেষে তারাই তাঁকে জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে ফরেশেতারা লুত আলাইহিস সালামরে কাছে এসছেন সুদর্শন যুবকদের চহোয়ায়। জব্রাইল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে একাধিক আকৃতিতে আসতেন। কখনও আসতেনে দহিয়া আল-কালবী নামক সাহাবীর আকৃতিতে। তিনি সুদর্শন ছিলেন। কখনও বদেঈন (মরুবাসী)-এর আকৃতিতে আসতেন। সাহাবীরা তাকে মানুষরে আকৃতিতেই দেখেছেন যমেনটি সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর

হাদসি এসেছে যে, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযরি হলেন যার পরধানরে কাপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার কশে ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর মধ্যে সফররে কোন আলামত ছিল না। কিন্তু আমাদের কড়ে তাঁকে চিনি না। তিনি নিজেরে দুই হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলেন। আর তার দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে দুই উরুর উপরে রাখলেন। তারপর তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহতি করুন...। হাদসিটির শেষে পর্যন্ত। [সহহি মুসলমি (৮)]

এটি ছাড়াও অন্য অনেকে হাদসি রয়েছে; যগুলো প্রমাণ করে যে, ফরেশেতারা মানুষেরে আকৃতি ধারণ করে। যমেন একশ জন মানুষকে হত্যাকারী ব্যক্তির হাদসিটি। সে হাদসি রয়েছে: “তাদের কাছে মানুষেরে আকৃতিতে একজন ফরেশেতা এলেন”। এছাড়া শ্বতীরোগে আক্রান্ত, টাকমাথা ও অন্ধ লোকেরে ঘটনা সম্বলতি হাদসিটি।

ফরেশেতাদেরে দ্রুতগতি

বর্তমানে মানুষ সর্বাধিক য়ে গতির কথা জানে সটো হলো আলোর গতি। ফরেশেতাদেরে গতি আলোর গতির চেয়ে বহুগুণ বেশি। কারণ প্রশ্নকারী প্রশ্ন শেষে করতে না করতেই জব্বিরাইল আলাইহিস সালাম পরাক্রম শক্তির মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর নিয়ে হাযরি হতেন।

ফরেশেতাদেরে দায়িত্বাবলী

- তাদের মধ্যে কারো দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণেরে কাছে ওহী পৌঁছানো। তিনি হচ্ছেনে: আর-বুহুল আমীন জব্বিরাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যে ব্যক্তি জব্বিরাইলেরে শত্রু—কারণ সে আল্লাহর নরিদশেই তোমার অন্তরে এই কুরআন নাযলি করেছে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৯৭] তিনি আরও বলেন: “তা নিয়ে অবতরণ করেছে বিশ্বস্বত আত্মা (জব্বিরাইল) তোমার অন্তরে; যাত করে তুমি সতর্ককারী হও।” [সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ১৯৩-১৯৪]
- তাদের মধ্যে কড়ে বৃষ্টির দায়িত্ব নেয়োজতি এবং আল্লাহ যখনে চান সখনে বৃষ্টি দয়ো। তিনি হচ্ছেনে মকিঈল আলাইহিস সালাম। তাঁর রয়েছে কছু সহকারী; যারা তিনি তার প্রভুর নরিদশে তাদেরকে যা নরিদশে দনে তারা সটো পালন করে এবং বাতাস ও মঘেকে আল্লাহ যভাবে চান সভাবে পরচালতি করে।
- তাদের মধ্যে কড়ে শঙ্কিগার দায়িত্ব নেয়োজতি। তিনি হচ্ছেনে ইসরাফলি। কয়ামত সংঘটনেরে সময় তিনি এতে ফুক দবিনে।
- তাদের মধ্যে কড়ে আত্মাসমূহ কবজ করার দায়িত্ব নেয়োজতি। তিনি হচ্ছেনে মালাকুল মউত ও তার সহযোগীরা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ধলুন, তোমাদেরে (জান কবজরে) জন্য নেয়োজতি মালাকুল মউত (মৃত্যুর ফরেশেতা) তোমাদেরে

- জান কবজ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নকিট ফরিয়নে নয়ো হবো।” [সূরা আস-সাজ্জাদাহ, আয়াত: ১১]
- তাদের মধ্যে কারো কারো দায়িত্ব হচ্ছে বান্দাকে সফরে ও সস্থানে, শয়নে ও জাগরণে এবং সর্বাবস্থায় সংরক্ষণ করা। এরাই হচ্ছেন- “মুআক্কাবাত”। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের মধ্যে যবে কথা গোপন করে আর যবে তা প্রকাশ করে এবং যবে রাতে লুকিয়ে থাকে আর যবে দিনে অবাধে বচিরণ করে (তাঁর কাছে) সবাই সমান। মানুষেরে জন্য তার সামনে ও পছনে রয়েছে ‘মুআক্কাবাত’ (একরে পর এক আগমনকারী ফরেশেতাবন্দ)। তারা আল্লাহর নরিদশে তাকে পাহারা দিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তও কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরবির্তন করনে না, যতক্ষণ না তারা নজিরো নজিদেরে অবস্থা পরবির্তন করে। আর আল্লাহ্ যখন কোন জনগোষ্ঠীতে শাস্তি দিতে চান তখন কটে তা ফরোতে পারে না। তিনি ছাড়া তাদের কোন মতির নহে।” [সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১০-১১]
 - তাদের মধ্যে কটে রয়েছে বান্দার ভাল-মন্দ কর্ম সংরক্ষণকারী। এরাই হচ্ছে ‘করিমান কাতবীন’ (সম্মানতি লখেক ফরেশেতার)। আল্লাহ্ তাআলার নমিনোকত বাণীগুলো তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বলেন: “তিনি তোমাদেরে জন্য রক্ষকদেরে পাঠান।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৬১] তিনি আরও বলেন: “নাকি তারা মনে করে যবে, আমি তাদেরে গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনিনা? অবশ্যই শুনিনা। অধিকিন্তু আমার দূতগণ (ফরেশেতার) তাদেরে কাছে থেকে সবকছু লখি রাখে।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮০] তিনি আরও বলেন: “স্মরণ করুন, দুই গ্রহণকারী (ফরেশেতা) (একজন) ডানে ও (একজন) বামে বসে (তার আমল) গ্রহণ করছে। সে যবে কথাই উচ্চারণ করুক (তা গ্রহণ করার জন্য) তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।” [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৭-১৮] তিনি আরও বলেন: “তবে তোমাদেরে ওপর অবশ্যই তত্বাবধায়করা আছে (অর্থাৎ তোমাদেরে কাজকর্মেরে ওপর নজর রাখার জন্য ফরেশেতার নয়িজোজতি আছে); সম্মানতি লখেকরো;” [সূরা আল-ইনফতার, আয়াত: ১০-১১]
 - তাদের মধ্যে কটে কটে কবররে পরীক্ষা নয়োর জন্য নয়িজোজতি। এরা হলনে: মুনকার ও নাকীর। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: মৃত লোককে বা তোমাদেরে কাউকে যখন কবররে মধ্যে রাখা হয় তখন তার নকিট কালো বর্ণরে ও নীল চোখবশিষ্টি দুইজন ফরেশেতা আসনে। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার ও অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করনে: তুমি এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কী বলতে?... হাদসিটি ইতপূর্বে উল্লখে করা হয়েছে।
 - তাদের মধ্যে কটে রয়েছেন জান্নাতরে প্রহরী হিসেবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর যারা তাদেরে প্রভুকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতরে দকি নিয়ে যাওয়া হবো। অবশেষে তারা জান্নাতরে কাছে আসবে এবং জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবো। আর জান্নাতরে রক্ষীরা তাদেরকে বলবে: ‘তোমাদেরে ওপর শান্তি বর্ষতি হোক, তোমরা খুশী হও এবং চরিকাল থাকার জন্য এখানে প্রবশে কর’” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৭]
 - তাদের মধ্যে কটে রয়েছেন জাহান্নামরে প্রহরী। এদেরকে বলা হয় ‘যাবানয়িয়া’। এই যাবানয়িয়ারে প্রধান হচ্ছেন উনশিজন। আর তাদেরে দলপ্রধান হচ্ছেন: মালকি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “কাফরেরদেরকে দলে দলে জাহান্নামরে দকি

তাড়িয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা তার কাছে আসবে তখন তার দরজাগুলটো খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করত? তারা বলবে, হ্যাঁ, তবে কাফরেদের বিরুদ্ধে শাস্তির হুকুম চূড়ান্ত হয়ে গেছে"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭১] তিনি আরও বলেন: "অতএব সবে যেনে তার সভাসদদেরকে (সাহায্যেরে জন্য) ডাকে। আমিও শীঘ্রই যাবানয়িষাদদেরকে ডাকব"। [সূরা আলাক্ব, আয়াত: ১৭-১৮] তিনি আরও বলেন: "আপনি কি জানেন, সাক্বার কী? তা বাঁচিয়ে রাখবে না, ছেড়েও দাবে না। মানুষকে দগ্ধকারী। এর প্রহরায় আছে উনশিজন ফরেশেতা। আমি ফরেশেতাদেরকেই জাহান্নামেরে প্রহরী করছি। আর তাদের এ সংখ্যা নির্ধারণ করছি কেবল কাফরেদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই; যাত কতিবীদরে প্রত্যয় জন্মে, মুনিদেরে ঈমান বৃদ্ধি পায়।" [সূরা আল-মুদাছছরি, আয়াত: ২৭-৩১] তিনি আরও বলেন: "তারা চত্কার করে বলবে, হে মালকি (জাহান্নামেরে রক্ষী)! আপনার প্রভু যেনে আমাদের মৃত্যু ঘটান। (জবাবে) তিনি সবে বলবে: আসলে তোমরা (এভাবেই এখানে) চরিকাল থাকবে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৭]

- তাদের মধ্যে কেউ জরায়ুতে বদ্যমান ভ্রুণেরে দায়িত্বে নয়িজোতি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করছেন আর তিনি হচ্ছে সত্যবাদী ও সত্যায়তি: "তোমাদেরে সৃষ্টির উপাদানকে নিজ মায়েরে পটে একত্রিত করা হয়— চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরণিত হয় অনুরূপ সময়ে। এরপর তা গণেশতপনিডে পরণিত হয় অনুরূপ সময়ে। এরপর আল্লাহ একজন ফরেশেতাকে প্রেরণ করেন। তখন ফরেশেতা তার মধ্যে বৃহ ফুঁকে দেয়। ফরেশেতাকে চারটি বিষয়ে আদেশে দেয়া হয়। তাঁকে লপিবিদ্ধ করতে বলা হয়: তার আমল, তার রযিক, তার আয়ু এবং সবে কি পাপী হবে; নাকি নিকেকার হবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তোমাদেরে মধ্যে কেউ জান্নাতেরে অধবিসীর আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার ও জান্নাতেরে মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরেরে লখিন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। তখন সবে জাহান্নামবাসীর মত আমল করতে থাকে; অবশেষে সবে জাহান্নামে প্রবশে করে। আর তোমাদেরে মধ্যে কোন ব্যক্তি জাহান্নামবাসীর কর্ম করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার ও জাহান্নামেরে মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। তখনি ভাগ্যলপি তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সবে জান্নাতীদেরে আমল করতে থাকে। অবশেষে সবে জান্নাতে প্রবশে করে।" [ফাতহসহ সহহি বুখারী (৩২০৮) ও সহহি মুসলমি (২৬৪৩)]
- তাদের মধ্যে কেউ রয়েছেন আরশ বহনকারী। তাদেরে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা আল্লাহর আরশ বহন করে এবং যারা চারপাশ ঘরিতে থাকে তারা (সেই ফরেশেতারা) তাদেরে প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতী ঈমান রাখে এবং মুনিদেরে জন্য (তাঁর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তারা বলে) হে আমাদেরে প্রভু! অনুগ্রহ ও জ্ঞেগন দ্বারা আপনি সবকিছু ধারণ করে আছেন। অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামেরে আযাব থেকে রক্ষা করুন"। [সূরা গাফরি, আয়াত: ৭]

- তাদরে মধ্যযুগে কটে কটে আছেন পৃথিবীতে বচিরণকারী; যারা যকিরিরে মজলসিগুলকোকে খুঁজে বেড়ান। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় আল্লাহর একদল ফরেশেতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যকিরিরে রত লোকদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কথোও আল্লাহর যকিরিরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তারা একে অপরকে ডেকে বলে: তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঘিরে ফেলেনে নকিটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতাপালক তাদরকে জিজ্ঞেসে করেন (যদিও ফরেশেতাদের চয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা বলে: তারা সুবহানুল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহ পড়ছে এবং আপনার স্তুতি করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেসে করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলেন: হে আমাদের প্রভু, ওয়াল্লাহি! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলেন: আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলেন: যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত, আরও অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরও অধিক পরিমাণে আপনার প্রশংসা করত এবং আরও অধিক পরিমাণে আপনারা পবিত্রতা বর্ণনা করত।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ বলবেন: তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবে: তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেসে করবেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফরেশেতারা বলবেন: আল্লাহর কসম! না। হে আমাদের প্রভু! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেসে করবেন: যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবে: যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরও বেশি আগ্রহী হত, আরও বেশি সন্ধানী এবং এর জন্য আরও বেশি বিশেষ আকৃষ্ট হত। আল্লাহ তা আলা জিজ্ঞেসে করবেন: তারা কীসরে থেকে আশ্রয় চায়? ফরেশেতাগণ বলবেন: জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেসে করবেন: তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দবে: আল্লাহর কসম! হে আমাদের প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি।

তিনি জিজ্ঞেসে করবেন, যদি তারা তা দেখত তাদরে কী অবস্থা হত? তাঁরা বলবে: যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তা থেকে আরও অধিক পলায়নপর হত এবং একে আরও বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ তা আলা বলবেন: আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি আমি তাদরে ক্ষমা করে দলিাম। তখন ফরেশেতাদের একজন বলবে: তাদরে মধ্যযুগে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদরে অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে কোন প্রয়োজনে এসছে। তখন আল্লাহ তা আলা বলবেন: তারা এমন উপবেশনকারী যাদের মজলসি উপবেশনকারী বমিখ হয় না। [ফাতহুল বারীসহ সহি বুখারী (৬৪০৮)]

- তাদরে মধ্যযুগে আছে পাহাড়পর্বতের দায়িত্বে নিয়োজিত। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেসে করলেন: উহুদের দিনেরে চাইতে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসছেলি? তিনি বললেন: আমি তোমার কওমের লোকদের পক্ষ থেকে যে নরিয়াতনের সম্মুখীন হওয়ার তা তো হয়েছি। সবচয়ে বেশী কঠিন নরিয়াতনের সম্মুখীন হয়েছি আকাবা (তায়ফেরে একটি স্থানের নাম)-এর দিন। যে দিন আমি নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালরে নকিট পশে করেছিলি। আমি যে উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলি তাত

তবে সে সাড়া দেননি। তখন আমি এমন বমিরূষ চহোরা নিয়ে ফিরে এলাম যবে, কারনুস সাআলাবি (একটি স্থানরে নাম)-এ পৌঁছা পরযন্ত আমার দুঃচিন্তা কাটেনি। এখানবে এসে যখন আমি মাথা উপরবে দকিবে উঠালাম হঠাৎ দেখেবে পলোম এক টুকরা মঘে আমাকে ছায়া দচ্ছবে। আমি সে দকিবে তাকালে দেখেলাম এর মধ্যবে জবিরীল (আলাইহিস সালাম) আছেন। তিনি আমাকে ডকেবে বললনে: আপনার কওম আপনাকে যা বলছেবে এবং যবে উত্তর দয়িছেবে তা সবই আল্লাহ শুনছেবে। তিনি আপনার কাছবে পাহাড়বে (দায়তিবে নয়িজতি) ফরেশেতাকে পাঠয়িছেবে যাতবে করে আপনি এদবে সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা তাকে তা হুকুম করতে পারবে। তখন পাহাড়বে ফরেশেতা আমাকে ডাক দয়িবে সালাম দলিবে। তারপর বললনে: হে মুহাম্মদ! বিষয়টি আপনার ইচ্ছাধীন; আপনি চাইলে আমি তাদবে উপর আখশাবাইন (দুটবে পাহাড়)-কে চাপয়িবে দবি। উত্তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: (না, তা নয়) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদবে ঔরশবে এমন প্রজন্ম ববে করে আনববে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।” [ফাতহুল বারীসহ সহহি বুখারী (৩২২১)]

- তাদবে মধ্যবে কেবে রয়িছেবে ‘আল-বাইতুল মা’মুর’ যয়িরতবে দায়তিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে, যমেনটি ইসরা ও মরোজবে লম্বা হাদসিবে এসছেবে: তারপর আমাকে আল-বাইতুল মা’মুরবে উঠানবে হল। তখন আমি জবিরীলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললনে: এটি আল-বাইতুল মা’মুর। প্রতিদিনি এবে সত্তর হাজার ফরেশেতা নামায আদায় করে। একবার যারা ববে হয়ে যায় তারা আর ফরিবে আসবে না। অপর দল একই আমল করে।
- তাদবে মধ্যবে এমন কচ্ছি ফরেশেতা আছে যারা কাতারবদ্ধ ক্লান্ত হয় না, দণ্ডায়মান বসবে না, বুক ও সজেদারত; এর থকেবে উঠবে না। যমেনটি আবু যার (রাঃ) এর হাদসিবে এসছেবে তিনি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেবে: “শিচ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখে না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুন না। আসমান গোঙানরি মত শব্দ করছে। তার শব্দ করাটা অযাচতি নয়। আসমানবে এমন চার আঙুল জায়গা নই যখনে কোন একজন ফরেশেতা আল্লাহর জন্য কপাল ঠকেয়িবে সজেদায় পড়ে নই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং স্ত্রীদবে সাথে বচ্ছিনায় মজা করতে না। বরং তোমরা আল্লাহর কাছবে মনিতা করার জন্য রাস্তায় ববেয়িবে আসতে।” [সুনানে তরিমযি (২৩১২)]

সম্মানতি ফরেশেতাদবে সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা।

আমরা আল্লাহর কাছবে দোয়া করচ্ছি তিনি যবে আমাদবেকে ফরেশেতাদবে প্রতি ঈমানদার ও তাদবে প্রতি ভালবাসা পোষণকারী বানয়িবে দবে।

আমাদবে নবী মুহাম্মদবে প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হকে।

আরও জানতে ওয়বেসাইটেবে নমিনকৃত প্রশ্নবেত্তরগুলবে পড়ুন:



ফরেশেতাডরে প্ৰতি ঈমান আনার হাককিত